স্ত্রীদের সাথে নবি ও মনীষীদের আচরণ

মূল

শাইখ ইউসুফ আবজাক সূসী

অনুবাদ

মাওলানা যায়েদ আলতাফ

সাবেক উস্তায, ইমদাদুল উলুম মাদরাসা,
দোহার, ঢাকা

সম্পাদনা

মাওলানা মিশকাত আহমেদ

সম্পাদক: দৈনিক আমার ইজতেমা,
মাসিক পরাগ, দীপ্তাক্ষ

মাকতাবাতুন নূর

বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম আলুসি রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের অপছন্দ করো, তাহলে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করো। শুধু নিজের অপছন্দের কারণে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো না। হয়ত তোমরা যা অপছন্দ করছো, তাতে তোমাদের জন্য বিশাল কল্যাণ রয়েছে। কারণ মানুষের মন অনেক সময় ভালো জিনিসকে অপছন্দ করে ও খারাপ জিনিসকে পছন্দ করে। সুতরাং মনের পছন্দ-অপছন্দকে প্রাধান্য না দিয়ে মানুষের উচিত নিজের কল্যাণ ও মঙ্গল যাতে রয়েছে, সেটাকে লক্ষ্য বানানো। আল্লাহ তাআলা উপরোল্লিখিত আয়াতে কারিমায় شَيْئًا ও خَيْرًا শব্দ দুটিকে নাকেরা তথা অনির্দিষ্টিরূপে উল্লেখ করেছেন (শুধুমাত্র অপছন্দের কারণে) সম্পর্ক ছিন্ন না করার বিষয়ে অতিমাত্রায় গুরুত্বারোপ এবং নির্দেশনাটিকে ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে। এ কারণে এই আয়াতটিকে তালাক তথা বিবাহ বিচ্ছেদ মাকরুহ হওয়ার বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয়।[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে স্ত্রীগণের যেসব বিষয় তাদের অপছন্দ হয়, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করার পরিবর্তে তাদের বিভিন্ন উত্তম গুণাবলি ও সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে বলেছেন।

ইমাম মুসলিম তার বিখ্যাত সহিহ মুসলিম গ্রন্থে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা রা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

কোনো মুমিন পুরুষ কোনো মুমিন নারীর প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করবে না। তার কোনো স্বভাব-চরিত্র অপছন্দ হলে,অন্য কোনো স্বভাব-চরিত্র তার অবশ্যই পছন্দ হবে।[২]

---

১. রুহুল মাআনী: ৪/২৪৩

২. ইমাম নববির ব্যাখ্যাকৃত সহিহ মুসলিম, ১০/১৭৮৫, হাদিস নং ১৪৬৯। দুগ্ধপান অধ্যায়: মহিলাদের প্রতি সদাচরণের উপদেশ অনুচ্ছেদ।

হাদিসটির ব্যাখ্যায় আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্য:

১. ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদিসটি মূলত নিষেধাজ্ঞামূলক। অর্থাৎ কোনো মুমিন পুরুষের উচিত না কোনো মুমিন নারীর প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ রাখা। কারণ, সে তার মাঝে অপছন্দনীয় কোনো স্বভাব-চরিত্র খুঁজে পেলে অবশ্যই তার মাঝে পছন্দনীয় কিছু খুঁজে পাবে। যেমন নারীটির আচার-ব্যবহার হয়ত মন্দ। তবে সে দিনদার। কিংবা সুন্দরী। অথবা সচ্চরিত্রা। কিংবা তার প্রতি খুব কোমল ইত্যাদি।[১]

২. ইমাম কুরতুবি র. বলেন, হাদিসটির অর্থ, সে তাকে এমনভাবে অপছন্দ ও ঘৃণা করবে না, যা তাকে তার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে প্ররোচিত করে। অর্থাৎ তার এমন ঘৃণাবিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয়। বরং তার ভালো গুণগুলোর কারণে খারাপ গুণগুলো ক্ষমা করে দেবে এবং পছন্দের বিষয়গুলোর কারণে তার অপছন্দনীয় বিষয়গুলো থেকে চোখ বন্ধ করে রাখবে।[২]

৩. বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল আযিয বিন সিদ্দিক আল-গামারি[৩] তার এক প্রবন্ধে বলেন, এই হাদিসের অর্থ হলো, পুরুষ যেন নিজের ইচ্ছা ও রুচিবিরুদ্ধ কোনো কোনো কাজ স্ত্রী করে বসলে তাকে ঘৃণা ও

---

১. ইমাম নববির ব্যাখ্যাকৃত সহিহ মুসলিম, ১০/১৭৮।

২. আল জামে লি-আহকামিল কুরআন।

৩. তিনি হলেন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস,আল্লামা আবদুল আযিয বিন সিদ্দিক আল-গামারি। ১৩৩৮ হিজরি মুতাবেক ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে তানজা শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার পিতা, আপন দুই ভাই, হাফেজ আহমাদ বিন সিদ্দিক ও আল্লামা আবদুল্লাহ বিন সিদ্দিক এবং মরক্কো, মিশর ও অন্যান্য দেশের উলামায়ে কেরামের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে তার রচিত কিছু গ্রন্থ রয়েছে। ১৪১৮ হিজরি মোতাবেক ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। নিজের আত্মজীবনীর উপর তিনি تَعريف المؤتسي بأحوال نفسي নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়া তার জীবনবৃত্তান্ত পাবেন التأليف و نهضته بالمغرب গ্রন্থের ৩৭২ নং পৃষ্ঠায়, শায়খ আবদুল্লাহ তালিদির ذكريات من حياتي গ্রন্থের ১৫০ নং পৃষ্ঠায়।শায়খ মুখতার মুহাম্মাদ তিমসানীর صدقون এর ১৫৪ নং পৃষ্ঠায়। শুধু তার জীবনীর উপর শাইখ আবদুল লতিফ জাসুসের একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রয়েছে, نَجمٌ من أعلام علماء السلف في علماء الخلف নামে। আপনি সেই গ্রন্থটিও দেখতে পারেন।

তার সঙ্গে এমন আচরণ না করে যা দাম্পত্য জীবনে মহব্বত ও ভালোবাসা টিকিয়ে রাখা কঠিন করে তুলে। স্ত্রীর কোনো কিছু যদি তার তার অপছন্দ হয়, তাহলে তার অন্য যে সকল ভালো গুণ ও সৌন্দর্য রয়েছে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। স্ত্রীর কোনো কিছু অপছন্দ হলেই তাকে ঘৃণা করতে শুরু করা ঠিক নয়। [১]

পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবন টিকিয়ে রাখার সুমহান লক্ষ্যেই ইসলামি শরিয়ত তালাকইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য তালাকের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত রাখেনি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে উম্মতকে দিকনির্দেশনা প্রদান ও সতর্ক করার লক্ষ্যে বলেন,

أبغض الحلال إلى الله الطلاق.

আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল হচ্ছে তালাক।[২]

এই হাদিসেরে ব্যাখ্যায় ইমাম সানআনি র. বলেন, এই হাদিসটি এ কথার দলিল যে, হালালের মাঝেও আল্লাহ তাআলার কিছু অপছন্দনীয় বিষয় রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দনীয় বিষয় হলো তালাক। রূপকভাবে হাদিসটি এ কথা বোঝায় যে, তালাকের মাঝে (যদিও তা হালাল) কোনো সওয়াব নেই এবং তালাক প্রদানে আল্লাহ তাআলার কোনো নৈকট্য লাভ হয় না। অপছন্দনীয় হালাল বা জায়েজের উদাহরণস্বরূপ কোনো কোনো আলেম বিনা ওজরে মসজিদের বাইরে অন্য কোথাও ফরজ নামাজ আদায়ের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া উপরোল্লিখিত হাদিসটি এ কথারও দলিল যে, যথাসম্ভব তালাক থেকে দূরে থাকাই উত্তম। [৩]

---

১. ما يجوز و ما لا يجوز في الحياة الزوجية গ্রন্থের ২১৩ নং পৃষ্ঠা।

২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত এই হাদিসটি ইমাম সুয়ুতি (র) ইবনে মাজাহ, বাইহাকি এবং হাকেমেরে উদ্ধৃতিতে জামে সগিরে উল্লেখ করেন। পৃষ্ঠা নং ১০। হাদিস নং ৫৩। ইমাম সুয়ুতি র. এটিকে সহীহ বলেছেন। যেমনটি ইমাম হাকেম বলেছেন। হাফেজ আহমাদ বিন সিদ্দিক আল-গামারি হাদিসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে তাদের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। দেখুন المداوي নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১২৩ নং পৃষ্টা, হাদিস নং ৪১।

৩. দেখুন সুবুলুস সালাম গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৫ নং পৃষ্ঠা)।

অপর এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا أَحَلَّ اللهُ شيئا أبغض إليه من الطلاق.

আল্লাহ তাআলা তার নিকট তালাকের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো কিছু হালাল করেননি। [১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

ما زال جبريل يُوْصِيْنِي بالنساء حتى ظننت أنه سيُحَرِّمُ طلاقهن.

জিবরাঈল আ. আমাকে স্ত্রীদের প্রতি সদাচারের এত উপদেশ দিতে থাকলেন যে, আমি ধারণা করে বসলাম, তিনি হয়ত শীঘ্রই তালাককে হারাম ঘোষণা করবেন। [২]

এ বিষয়ে উপরোল্লিখিত হাদিসগুলো ছাড়াও অন্যান্য হাদিস রয়েছে।

১. হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ তার সুনানে এবং বাইহাকি সুনানে কুবরায় মাহারিব বিন দিছার থেকে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। হাকেম তার মুসতাদরাকে আবদুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে সহিহ বলেছেন। দারাকুতনী তার সুনানে হাদিসটি মুআয বিন জাবাল রা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুয়ুতি জামে সগিরে হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। পৃষ্ঠা নং ৪৭৭, হাদিস নং ৭৭৯৪।

২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে ইবনে আবিদ দুনিয়া হাদিসটি তার আল-ইয়াল নামক গ্রন্থের ১৬৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। হাদিস নং ৪৮৩।

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

উলামায়ে কেরামের ফতোয়া:
একটি হাদিসের ব্যাখ্যায় আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্য:
স্ত্রীর প্রতি সহনশীলতার সৌন্দর্য
স্ত্রীর প্রতি সহনশীল হওয়ার ফযিলত সংক্রান্ত দুটি ঘটনা।
মহান বুজুর্গ আহমাদ রেফায়ি র.
এক আল্লাহর অলির ঘটনা
স্ত্রীর নিপীড়নে ধৈর্যধারণকারীদের বিরাট প্রতিদান
স্ত্রীর অসদাচরণে ধৈর্যধারণ করার উদ্দেশ্য:
গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস
পূর্বসূরীদের আদর্শ: স্ত্রীদের প্রতি অভিযোগ না করা
অপর মুসলমানকে বিপদমুক্ত রাখতে যারা স্ত্রীর নিপীড়ন সহ্য করেছেন
ইমাম আবু বকর লিবাদ মালেকি র.
শায়খ সালেহ আবদুল্লাহ হাযযাম
যেসকল মহান ব্যক্তি স্ত্রী-পীড়ন সয়েছেন
সাইয়েদুনা হযরত নুহ ও হযরত লুত আ.
সাইয়েদুনা ইবরাহিম আ.
সাইয়েদুনা ইউনুস আ.
সাইয়েদুনা জাকারিয়া আ.
সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
একটি মজার ঘটনা:
আমিরুল মুমিনিন সাইয়েদুনা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.।
শাইখ শাকিক বালখি র.
স্ত্রীর নিপীড়ন সহ্যের সীমা
ইবনে আবি যায়েদ কাইরুওয়ানি র.
বিখ্যাত বুজুর্গ মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি হাতেমি র.

উলামায়ে কেরামের ফাতোয়া:

উলামায়ে কেরাম রাসুলুল্লাহ সা.-এর এই হাদিসগুলোর উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই তারা নিজেরাও তালাকইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য তালাকের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত রাখেননি। এমনকি পিতামাতা যদি পুত্রকে আদেশ করে তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের কথা মান্য করতে নিষেধ করেছেন। অথচ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তার পবিত্র কুরআনে পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ সকল বিজ্ঞ ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে রয়েছেন:

১. উসমান রা.-এর খেলাফতের সময় জন্মগ্রহণকারী, হারাম শরিফের মুফতি, বিখ্যাত তাবেয়ি ইমাম আতা ইবনে আবি রাবাহ মাক্কি র. (জন্ম ২৭ হিজরি):

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক র. বর্ণনা করেন যে, ইবনু লাহিয়া আমাদের বলেন, আমাকে মুয়াবিয়া বিন রাইয়ান বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নিজ কানে শুনেছেন, জনৈক ব্যক্তি আতাকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, যার স্ত্রী এবং মা আছে। তার মা স্ত্রীকে তালাক না দিলে তার প্রতি সন্তুষ্ট হচ্ছেন না। এখন সে কী করবে? তখন আতা বলেন, মার ব্যাপারে সে আল্লাহকে ভয় করবে ও তার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, আর স্ত্রী? তাকে কি সে তালাক দিয়ে দিবে? তখন আতা র. বলেন, না। লোকটি বলল, কিন্তু মা যে তালাক না দিলে সন্তুষ্ট হচ্ছেন না?, আতা মার জন্য বদ দুআ করে বললেন, আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট না করুন। লোকটির স্ত্রী তার নিজের তত্ত্বাবধানে। সে তাকে তালাক দিয়ে দিলেও কোনো সমস্যা নেই। আবার নিজের কাছে রেখে দিলেও কোনো সমস্যা নেই। [১]

---

১. البر والصلة (পৃষ্ঠা নং ১৩৪, হাদিস নং ৫৯)।

২. তাকওয়া ও পরহেযগারির নিদর্শন, বিখ্যাত তাবেয়ি ইমাম হাসান বসরি :[১]

এটিও ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হাম্মাদ বিন সালামাহ আমাকে হুমাইদ থেকে হাসান বসরির সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, এক লোকের মা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতে বলে। এখন সে কী করবে? হাসান বসরি র. বললেন, তালাক কোনো সদাচার ও পূণ্যের মধ্যে পড়ে না।[২]

৩. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক:

ইমাম আবু নুআইম আল আসফাহানী বর্ণনা করেন যে, বিশর বিন হারেস বলেন, এক লোক আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞাসা করল, আমার আম্মা শুধু বলতেন যে, বিয়ে কর, বিয়ে কর! তারপর আমি বিয়ে করলাম। এখন তিনি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতে বলছেন। (এখন আমি কী করব?)। তখন তিনি বললেন, যদি তুমি সমস্ত পূণ্যের কাজ করে ফেলে থাক। শুধু এই কাজটি বাকি। তাহলে তাকে তালাক দিতে পারো। আর যদি মনে করো, স্ত্রীকে তালাক দিয়ে পরে মার সঙ্গে অশান্তি সৃষ্টি করে তার গায়ে হাত তুলতে যাবে, তাহলে তালাক দিয়ো না।[৩]

৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল র.:

তাবাকাতুল হানাবিলা নামক গ্রন্থে কাযি ইবনু আবি ইয়ালা র. আবু বকর আল-খাওয়াতিমি আল-বাগদাদি সিন্ধী র. এর জীবনবৃত্তান্তে বলেন, সিন্ধী বলেন, এক লোক আবু আবদিল্লাহকে (ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে) জিজ্ঞাসা করল, আমার পিতা স্ত্রীকে তালাক দিতে বলেন, এখন আমি কী করব? তিনি বললেন, তালাক দিয়ো না। লোকটি বলল, খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. কি তার ছেলে আবদুল্লাহ রা.কে তার স্ত্রী তালাক দিয়ে

---

১. মৃত্যু ১১০ হিজরি। আম্মাজান আয়েশা রা. তাঁর কথা শুনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কে তিনি যার কথা নবিদের কথার মতো? দেখুন) ইবনুল মুরতাযা কৃত আল-মুনয়াতু ওয়াল আমালু, পৃষ্ঠা নং ৩৬।)

২. البر والصلة (পৃষ্ঠা নং ১৩৪, হাদিস নং ৬০)।

৩. হিলয়াতুল আউলিয়া: ৮/৩৫৪

দিতে বলেন নি?[১] তখন তিনি বললেন, তোমার পিতা আগে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.এর মতো হোক।[২]

৫. বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল আযিয বিন সিদ্দিক আল-গামারি র.। তিনি তার একটি প্রবন্ধে বলেন, ... স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পিতা-মাতার কারও অধিকার নেই ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থে ও কোনো শয়তানি উদ্দেশ্যে বিয়ের আগে বিবাহ চুক্তি বাতিল করার এবং বিয়ের পর তা ভেঙ্গে দেওয়ার। কারণ অধিকাংশ সময় তারা ব্যক্তি স্বার্থে অন্ধ ও শয়তানি কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে তালাক ও বিচ্ছেদের দাবি তুলে থাকেন।[৩]

বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম এসব মতামত অবশ্যই তাদের সমুচ্চ বোধ ও চিন্তা এবং অন্তর্জ্ঞান থেকে প্রদান করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলের প্রতি রহম করুন।

পরকথা,

এই গ্রন্থে সেসব নবি, আলেম, দার্শনিক, মনীষী ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের ঘটনা উল্লেখ করা হবে, যারা স্ত্রীদের দ্বারা পরীক্ষার শিকার হয়েছিলেন। যাদের স্ত্রী সম্পূর্ণ তাদের উল্টো ছিল। বদমেজাজি ছিল। সময়ে অসময়ে রেগে যেত। প্রচুর গালি-গালাজ, তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করত। যেমন ঘরে,

---

১. ইমাম তিরমিযী তার সুনানে উল্লেখ করেন যে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلِّقْ امْرَأَتَكَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আমার একজন স্ত্রী ছিল। আমি তাকে খুব মহব্বত করতাম। কিন্তু আমার পিতা তাকে অপছন্দ করত। তিনি আমাকে তাকে তালাক দিয়ে দিতে বললেন। আমি অস্বীকৃতি জানালাম। বিষয়টি আমি রাসুলুল্লাহ সা.-কে জানালে তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর। তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। (দেখুন তাহযিবু জামিয়িল ইমামিত তিরমিযি গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৬৩ নং পৃষ্ঠা। হাদিস নং ১০৭১। ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন

২. তাবাকাতুল হানাবিলা: ১/৪৫৬। আল-মানহাযুল আহমাদ: ১/২৯৭।

৩. ما يجوز و ما لا يجوز في الحياة الزوجية গ্রন্থের ২৪০ নং পৃষ্ঠা।